প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬১

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৬

সূচি

প্রেম কাকে বলে

প্রেম কাকে বলে জানি না।
তবে এটা বুঝি
যৌবনের আগে এক সন্ধিক্ষণে
নিঃশব্দে প্রেম আসে মনে।
কোনো সুন্দরী নারীর দেহ দেখে
ভালো লেগে যায়।
মনে হয়, জোর গলায় বলি
ওই সুন্দরীকে আমি ভালোবাসি।
আমার সঙ্গে ওর কথা হয়
মনে হয় ও আমায় ভালোবাসে।
সকলের জীবনেই হয়তো কোন না কোনও দিন
প্রেম আসে।

নারী-পুরুষের চিরন্তন ভোগের ইচ্ছে থেকে
প্রথমে ভালো লাগা
পরে ভালোবাসা,
এটা অনুভবের কথা।

অনাদর

যখন তুমি চলে গেলে
ক্লান্ত এ মন দুপায়ে দলে
দূর আকাশের কোন্ সে সুরে
বাজলো কি সে বাঁশী
ছিলেম চেয়ে আকাশ পানে
ঝরা পাতার করুণ গানে
আকাশ কোণে তৃতীয়ার চাঁদ
হাসল বিষাদ হাসি।

স্তব্ধতাকে গলার মালা করে নিলেম আজ
খুলে দিলেম, ছড়িয়ে দিলেম আপন বাসর সাজ।
ফিরেও তুমি দেখলে নাতো চেয়ে
চোখের জলে একলা আমি ভাসি।

আমার দিকে চাওনি ফিরে
অনাদরে অতিথিরে
ফেললে, যেমন ফেলে সবাই
শুকনো ফুলের রাশি।
একলা তুমি চলে গেলে
ক্লান্ত এ মন দুপায়ে দলে
দূর আকাশের কোন্ সে সুরে
বাজলো কি সে বাঁশী!

মানুষ না মানুষ

এ-কী অসহ্য অসময় পড়েছে আজ
মানুষ দিনে দিনে হচ্ছে মেরুদণ্ডহীন, স্বার্থপর
অন্যায় দেখে মুখ বুজে থাকে
পাশের বাড়িতে ডাকাতি হলে
চোখের সামনে কোনো মেয়ের চরম সর্বনাশ হতে দেখেও
কেউ রা পর্যন্ত কাড়ে না।

প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েছে মানুষ।
না-কি আপনি বাঁচলে বাপের নাম?
আমাদের চারপাশে অজস্র মানুষ দেখি—
তাদের দুই হাত, দুই পা, দুটো চোখ
অবিকল মানুষের মতন—
কিন্তু, কজন ঠিক মানুষের মতো নয়
আসলে মানুষ-ই?

যুদ্ধ নয়

এ তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয়,
তবুও এক রকম যুদ্ধ তো বটেই
তাই আতঙ্কিত হয়ে ভাবি—
কেন এলো এ অবস্থা
অ্যাটম বোমার কথা—সেই তিপান্ন বছর আগে
মানব সভ্যতার কলঙ্কিত এক অধ্যায়
কত মৃত্যুর ধ্বংসের খবর
বয়ে এনেছিল হিরোসিমার বোমা!
তাই এতদিন পরেও আমরা ভেবে আতঙ্কিত
এবার কী তবে ভারত বা পাকিস্তান
কেউ হিরোসিমা হবে?

আমরা শপথ নিয়েছি ভারতের অগণিত জনগণ
কোনো সরকার বা মন্ত্রীর মনোবিকারের কাছে
নতি স্বীকার করব না শান্তিকে বাঁধা রেখে
তাই বলি—পৃথিবী অস্ত্র মুক্ত হোক,
যুদ্ধ নয়—শান্তি চাই
ধ্বংস নয়—সৃষ্টি চাই।

জঙ্গলের গান

চুপ চুপ গোল করো না,
চিৎকার বন্ধ করো অসভ্যের মতো।
শুনতে পাচ্ছো—
        গাছে গাছে পাতায় পাতায় গান উঠেছে,
        জঙ্গলের গান শোনার কান রয়েছে তোমার?
        এখন গোল বাঁধিয়ে
                সেই গানের রসভঙ্গ করো না।
ভালো না লাগলে চলে যাও, থেকো না।
জঙ্গলে আনাড়ি বেরসিকদের কোনো জায়গা নেই।
ওই যে পাতায় পাতায় গান বাজে
        আকাশ সেই গানে সঙ্গত করে,
সেই গানের তালে তালে
        স্বপ্নরা নৃত্য করছে।
আমি সেই গান
        সেই নৃত্য
প্রাণ ভরে উপভোগ করছি।

বেঁচে আছি

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা জাগে বেঁচে আছি কি?
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করে বুঝি
বেঁচে আছি।
শিরায় আঙুল চেপে ধরে বুঝি
শিরা চলছে।
কিন্তু শুধু হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনির নামই কি বেঁচে থাকা?
সত্যিকারের বেঁচে থাকার অর্থ কী?
নানান ব্যবস্থার কথা শুনেছি
সে সব ব্যবস্থা জীবনের চলার পথে
মিলে মিশে একাকার হলে তবেই
বেঁচে থাকা বলে।
আমার মতন অনেকেরই শিরা চলছে
শব্দ করছে।
তারাও বেঁচে আছে যেমন আমি রয়েছি।

স্বপ্নের নারী

শেষ পর্যন্ত সে এল
বহুদিনের পরিচিত মুখ
        কতদিন খুঁজেও দেখা পাইনি।
মনে পড়ে অনেক দিন আগের কথা—
ওর রক্তে রাঙা ঠোঁট আর স্বপ্নভরা চোখ
        আমি দেখেছিলাম।
ভেবেছি—যদি ওর দেখা পাই।
এখন নিশ্চয়ই ও আরো সুন্দর আরো সুঠাম।
দেশ দেশান্তর ঘুরে শুধু মনে হয়েছে
        ওই বোধহয় আমার স্বপ্নের নারী
আজ আমায় খুঁজছে,
কখনো অন্য নারীকে সেই নারী ভেবে ভুল হয়েছে।

        আপনি কি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে থাকতেন?
        আমি পীযূষ,
        আমায় চিনতে পারছেন না?
সব উৎকণ্ঠার অবসান হল একদিন—
        কলকাতা শহরে
আমার স্বপ্নের নারী আজ বারবণিতা
যার কাছে ভালোবাসা শুধুই বিলাসিতা।

তুমি

দেখেছি যে হীরের ঝলক
তোমার দুটি চোখে
সব আনন্দ লুকিয়ে আছে
তোমার হাসি মুখে।
তোমার কথায় ছড়িয়ে পড়ে
বকুল ফুলের গন্ধ,
হাসি তোমার শরৎ মেঘের
আসা-যাওয়ার ছন্দ।
পাশে যখন থাকো তুমি
জগৎকে যাই ভুলি
মনের মধ্যে দোলা জাগায়
রামধনু রঙগুলি।
প্রতিক্ষণেই নতুন তুমি
অন্ত তোমার নাই,
তোমার চাওয়া ভালোবাসায়
হারিয়ে যেতে চাই।

ঘুম নেই

আমার বস্তির দাওয়ায় বসে
আকাশকে দেখা যায় না।
সূর্যের আলো বা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা
এখানে অমূল্য।
বর্তমানকেই বুঝি
ভবিষ্যতচিন্তা অর্থহীন।
ঘুমোবার চেষ্টা করে করে যখন ক্লান্ত
তখন কানে আসে অনাহারী অবুঝ বাচ্চাদের চিৎকার,
ক্লান্ত শিশুরা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে,
শুনতে পাই পক্ষাঘাতগ্রস্থ পিতৃদেবের
আর মায়ের বস্তাপচা সব কথাবার্তা—
বাপের রোজগারে তিন তিনটে পাশ দিলি,
সংসারের জন্য খোকা এবার কিছু কর।
ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ, জাতীয় সমস্যা
সাম্রাজ্যবাদের বিপদ জাতীয় ঐক্য বিপন্ন...
তারপর কখন ঘুম এসে আমার চিন্তাসূত্রগুলোকে
বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যায়।
ভোরে কলপাড়ের লোকজনের চিৎকারে
ঘুম ভেঙে মা'র কথাগুলো বার বার ভেসে আসে—
খোকা কিছু কর,
সংসারটাকে তুই বাঁচা।

কলকাতা

ক্যালকাটা না কলকাতা
জোর লড়াই চলছে,
পশ্চিমবঙ্গ হবে নাকি বাংলা
তাও তর্কের বিষয়।
এসব দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে
কী লাভ বলো ভাই ?
তার চেয়ে থামাই চলো
কারগিলের লড়াই।
চায়ের কাপে তুফান তুলে
আমরা তর্ক করি—
কাশ্মীরের তুষারপ্রান্তে
জওয়ানরা দেয় আত্মবলি
চায়ের আড্ডায় যুদ্ধ ভুলে
এসো সবাই মিলে
জওয়ানদের সাহস জোগাই
রণাঙ্গনে কারগিলে।

ঠিক হচ্ছে?

যা কিছু হচ্ছে—সব কি ঠিক হচ্ছে?
        নিশ্চয়ই ঠিক হচ্ছে না!
যা কিছু হবে বলে ভাবছিলেন
        দেশের সাধারণ মানুষ—
তা তো আজ আর চিন্তায় আসছে না।
দেশের ছত্রিশ কোটির সেদিনের ভাবনা—
আজ একশ কোটির যন্ত্রণা।
সেদিনের স্বাধীনতার আনন্দ
আজ আশাহতের নিরানন্দ।
        স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরে—
        বেদনাহত ভারতবাসী ভাবছেন—
        সবটাই মিথ্যে, সবটাই ভণ্ডামি।
        স্বাস্থ্য, শিক্ষা বাসস্থান সব আজ দূর অস্ত।

রজনী

নিদ্রাহীন ক্লান্ত অবসন্ন দেহ
কী জানি কেন যে স্বস্তি চায় না—
চায় না বিশ্রাম।
অন্তরের ব্যথাবেদনাহত হৃদয়
মস্তিষ্কের মধ্যেকার এক অশান্ত অনুভূতি
যন্ত্রণা দেয় অবিরাম।
এরই মধ্যে এক অদৃশ্য ইশারায়
দেহকে নিয়ে যাই বাইরের বারন্দায়।
চমকে উঠি—আকাশের দিকে চেয়ে
অজস্র নক্ষত্রদের দেখে আতঙ্কিত হই।
অনুভব করি—আমায় দেখে ওরা হাসছে বুঝি,
বিদ্রুপে ভরা সেই হাসি।

অধিকার

এ এক অদ্ভুত দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস,
তবুও দম বন্ধ হচ্ছে না, দিব্যি বেঁচে আছি.
কিন্তু এভাবে বাঁচার মানে কী?
ঠিক বুঝি না।
যারা মিনারের চূড়োয়, অগাধ সম্পত্তির মালিক
তারাও নাকি বেঁচে আছে।
এটা পরিষ্কার বুঝি—না মরার নাম বেঁচে থাকা।
স্বাধীন সার্বভৌম দেশে জন্মে শুনেছিলাম—
নাগরিকের অধিকারের কথা,
সংবিধানে যে সব ভালো ভালো কথা লেখা আছে।
খাদ্য, বস্ত্র, চাকরি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান—
আজ এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা
আক্ষরিক অর্থে হয়েছে বিবর্ণ।

ব্যবধান

চাওয়া পাওয়ার ব্যবধান আছে জানি—
চাওয়ার ছিল অনেক, তাই না পাওয়ার
জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েছে তা আজ আমি মানি।
বড় হয়ে খুব পড়াশোনা করে বড় চাকরি করবো,—
না অভিনেতা হবো, না মাস্তান হবো না—
অন্য কিছু—কি জানি?
অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে এক সুন্দর চেহারার কিশোরের—
মহাসাগরের মাঝে দিকভ্রষ্ট জলযানের মতো
অবসাদের মাঝে প্রাণ মন হিল্লোলিত হয়েছে
এক কিশোরীর আগমনে।
সব চিন্তা ভাবনা চলে গিয়ে মনপ্রাণ উল্লসিত
হয়েছে আনমনে।
কৈশোরের ভালোবাসার মাদকতা
সবটাই প্রায় মরীচিকা বুঝি আজ
ভাঙা মনে।

অবসাদ

হঠাৎ মনে হলো—কোথাও চলে যাই,
কিছুদিন থেকে মন অবসাদে বড় ভারাক্রান্ত।
কী জানি—শরীর-মন কেন অবিন্যস্ত?
চারদিকে কাজের পাহাড়
অনেকের অনেক জরুরি কাজের ভার
আমার ওপর
না,—পারা যায় না,—"মন চল নিজ
নিকেতনে"—
পাহাড়-জঙ্গল নয়তো সমুদ্রে
যেখানে হোক ঘুরে আসি কিছুদিন।
অবসাদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে
পরে আবার কাজের কথা হবে।

বৃষ্টির দিনে

এক পশলা ভালো বৃষ্টি হল আজ
এই জনাকীর্ণ শহরে, দুপুরের রাজপথে।
শহরে বৃষ্টি হলে যা হয় তাই হয়েছে,
জল কাদা ছিটিয়ে বাস-ট্রাম দৌড়চ্ছে।
সেই জল-কাদা এখন বক্ষে ধারণ করে
আমরাও হাঁটছি কোন গন্তব্যে!
অথচ বৃষ্টির দিনে বড় এক ভালো লাগা
মনকে বড় আচ্ছন্ন করে দেয়।
মনে হয় তুমি আমি
সারাদিন শুধু ভিজি আর ভিজি।
এভাবে রাজপথে নয় তবে—
কোনো দূর গ্রামের প্রশান্ত প্রান্তরে
কোনো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে
আমাদের সেই সুযোগ নেই!
আমরা যেন বিংশ শতাব্দীর
বড় অভাগা প্রেমিক-প্রেমিকা।

প্রেমের পরের ধাপ

প্রেমের পরের ধাপ যদি ছাঁদনাতলা হয়
আমি সেই প্রেমে বিশ্বাসী নই।
সেই প্রেমে সময় দিতে আমার বয়ে গেছে।
নিপাত যাক সেই প্রেম,
দূর হঠো সেই প্রেম ;
প্রেম-বিয়ে-সন্তানসন্ততি
প্রেমকে এভাবে বলি দেওয়ার অধিকার
কে দিয়েছে তোমায় আমায়?
প্রেম তো এক প্রকার হারানো,
সব হারানো,
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম চলে যায়
পড়ে থাকে শুধু স্মৃতি রোমন্থনের কাল,
এসো, আমরা হাত ধরাধরি করে
সেই কালের অভিমুখে পা বাড়াই।

বিবর্ণ ধূসর এই শহরে

বিবর্ণ ধূসর এই শহরে বড় অসহ্য অসময় আজ।
'পিল পিল' করছে মানুষ আর মানুষ ;
এই বুঝি একে অপরে গোঁত্তা খেল।
কোনোখানে নির্জনতা নেই
প্রশান্তি নেই।
নিবিড় নৈসর্গিক সৌন্দর্য কোথায়?
নিমেষেই যেন খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে
কোনো আনাড়ি ছোকরার দুন্দুভি নিনাদে।
এই প্রেক্ষাপটে প্রেম সম্ভব?
প্রেম কি এতই সস্তা। হাতের মোয়া?
রাস্তাঘাটে—হাটে বাজারে—অলিতে গলিতে
হাত বাড়ালেই প্রেম নেমে আসবে?
অথচ এই শহরেও প্রেম ছিল একদিন
পাখি ছিল, আকাশ ছিল,
শহর বড় বেরসিক হয়ে উঠল হে!

এসো খুন করো

এসো, আমাকে খুন করো
আমি তোমার হাতে খুন হতে চাই।
তোমার চোখের গভীরে
প্রেমের সমুদ্র বয়ে যায়।
সেই সমুদ্রে ডুব দিতে পারলেই তো
খুন হওয়া যায়!
এভাবে খুন হওয়া বড় গৌরবের
বড় প্রশান্তিময় এই খুনোখুনি!
সমস্ত দিন সমস্ত রাত তুমি
এই খুনের উৎসবে মেতে ওঠো,
খুনের পর খুন করে যাও তুমি,
আমি কিন্তু কিচ্ছুটি বলব না।

তোমাকে পেয়ে

তোমাকে পেয়ে সব ভুলেছি
ঘরবাড়ি-পরিবার পরিজন-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সব।
তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভালো
লাগে না যেন।
তোমার জন্য আমি আজ সব পারি যেন—
ওল্টাতে পারি পাহাড়,
সমুদ্রের তলা থেকে তোমার জন্যই শুধু
মণিমাণিক্য কুড়িয়ে আনতে পারি এক ডুবে।
তোমাকে পেয়ে, তোমার হাতে
হাত রাখতে পেরে
দেখো, কী ঐশ্বরিক ক্ষমতা জেগেছে আমার মধ্যে।
প্রেমের কী মহান মহিমা!

আমাদের স্বর্গ

মাঝে মাঝে মনে হয় ওই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই
অন্য কোনো পৃথিবীতে।
শুধু তোমার আমার সেই পৃথিবীতে
থাকবে না জীবনযাপনের গ্লানি।
থাকবে না নিত্যকার অসম্ভব একঘেয়ে অবয়বগুলো।
থাকবে আকাশ
মায়াময় জ্যোৎস্নারাত
থাকবে প্রান্তরের প্রসন্নতা
বিষণ্ণ বন-জঙ্গলের বিপুল নৈকট্য,
সেই পৃথিবীর কখন দিন আসে দিন যায়
কখন রাত আসে রাত যায়
কে খবর রাখে তার?
চলো সেই পৃথিবীর বুকে আমাদের স্বর্গ রচনা করি।

আমি যে প্রেমে

হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে যায়
যা করা উচিত, যা করতে যাই
তা না করে উল্টোই করে বসি।
লোকে বলে—কোথাকার হাবাগোবা ছোকরা রে!
কাকে বোঝাই, আমার অবস্থার কথা
মনকে কাটা-ছেঁড়া করে সকলের সামনে
উন্মুক্ত করে দিতে পারলে ভালো হত।
কেন আমার শুধু মন কেমন করে—
কেন আমার ভালো লেগে যায় অনন্ত আকাশ
পথহীন পথ—
সুদূর জনপদের নীরব নবীন দাক্ষিণ্য?
আসলে আমি যে প্রেমে পড়েছি
তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

ভালোবাসা

তুমি কত সুন্দর তুমি কত ভালো
তোমায় আমি ভালোবাসি
শতবার এই সব ভালো ভালো কথা
শতকণ্ঠে গেয়ে উঠে
কি ভালোবাসাকে বোঝানো যায়?
যায় না।
বরং 'ভালোবাসা' হয়ে ওঠে পানসে-ধামাধরা
ভালোবাসার প্রকোষ্ঠে পড়ে মরচে
ভালোবাসা বড় বিবর্ণ হয়ে যায়।
ভালোবাসার সঙ্গে ভালো ভালো শব্দের
মনে হয় একটা অন্তর্বিরোধ রয়েছে।
ভালোবাসা আসলে অনুভবের জিনিস
উপলব্ধির জিনিস।

জীবনের গান

সাঁওতালপাড়ায় মাদল বাজছে
রমণীরা গোল হয়ে নাচছে
পুরুষরা করছে সঙ্গত।
অনন্ত আকাশ হতে নেমে আসছে
স্বপ্নের পরীরা।
সাঁওতাল পুরুষ-রমণীরা আজ কেউ বাড়ি ফিরবে না
ঘর ছাড়ার আনন্দে।
মুখে মুখে সকলের জীবনের গান
পালাবদলের গান
উত্তরণের গান,
আমি কে-যে সে সব অগ্রাহ্য করি—
ভুলে থাকি!
চোখে কৃত্রিম ঢাকনি এঁটে
চলতি হাওয়ায় গা ভাসাই।
সংকট মোচনের সমৃদ্ধ সঙ্গীত শুনি
সারারাত শুনি।

এই শালবনে উৎসবে

দেখো চাঁদ উঠেছে আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ।
মায়াবী এই রাতে ঘরে থেকো না,
এখন কি ঘরে থাকার সময়?
বিশেষ করে এই স্বপ্নঝরা সোনালী মুহূর্তে।
এসো, বার হয়ে এসো,
নগরজীবনের সমস্ত পঙ্কিলতা পায়ে দলে মাড়িয়ে
সমস্ত পিছুটান উপেক্ষা করে
বার হয়ে এসো এই শালবনে,
শালবনে আজ উৎসব লেগেছে,
সব হারানোর উৎসব,
এসো, সেই উৎসবে আমরাও সামিল হই।

জন্মদিন

আজ আমার জন্মদিন।
আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী
যাদের ভালোবাসার ফসল আমি
যদি জিজ্ঞাসা করতেন—
আমি এই সুন্দর পৃথিবীতে আসব কিনা?
আমি চিৎকার করে বলতাম—
না, কোনোমতেই না,
তোমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়
পৃথিবীতে আসতে চাই না।
কেউ ভুলেও আমার জন্মদিন মনে রাখে না
আমিও চাই না মনে রাখুক কেউ।
তবুও অবচেতন মনে, মনে হয়
আমার পরিবার পরিজন অন্তত বলুক—
'Happy birthday to you'
সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম
জন্মদিনের শুভেচ্ছা একটিও পেলাম না।
তাই বুঝি—বৃথা জন্ম আমার এই
পৃথিবীতে।

স্বপ্ন

আমি শহরের মেয়ে
বড় হয়েছি এই শহরের রাস্তায় খেলে বেড়িয়ে
বই-এ পড়ি—গ্রামের কথা—
মনে ভেসে ওঠে এক অচিন গ্রামের ছবি
মনে মনে চলে যাই সেখানে
তখন মনে হয় এই শহরের ইট-কাঠ-পাথর
ভেঙে চুরমার হয়ে যাক সব
ভাঙা শহরের বুকে উঠুক নতুন জীবন
যার বুকে লেখা থাকবে—
আমাদের বেঁচে ওঠার নতুন স্বপ্ন।
মনশ্চক্ষে দেখতে পাই—যাচ্ছি চলে মাঠের ধারে
ধানখেতের ধারে, আলতা পরা রাঙা পায়ে
ঘাটের দিকে চলে যাচ্ছি কলসী কাঁখে।
সব মেয়েরা এক হয়ে করছি
সেঁজুতির ব্রত।
এর পর তুলবো ধান, পুঁতবো নতুন চারা।
তারপর—
হঠাৎ ফিরে আসি বাস্তবের কঠিন দরজায়
আঘাত খেয়ে।
এসব ভেবে কী লাভ ভাই?
আমি তো শহরের মেয়ে,
যা সত্যি হবার নয় তাই কেন বসে বসে ভাবি?

টাপুর টুপুর

টাপুর টুপুর বিষ্টি ঝরে
বিষ্টি ঝরে বনে বনে গাছের পাতায়
বিষ্টি ঝরে নদীর ঘাটে
দূরে-প্রান্তরে-বাড়ির ছাতে।
সারা দুপুর নূপুর বাজে যেন
একটা কাক সারাদিন বসে বসে ভেজে
আগাগোড়া ভেজে।
বিষ্টির দিনে স্কুল-পাঠশালা বন্ধ
রান্নাঘর খিচুড়ি আর ইলিশভাজার গন্ধে উত্তাল।
বিষ্টির দিনে অসম্ভব এক ভালো লাগা আছে
অসম্ভব এক দুঃখও আছে।
বিষ্টির দিনে প্রিয়া যাদের অনেক অনেক দূরে...
তাদের দুঃখ তাদের বিরহ
কোনো শব্দ দিয়েই ঠিক্ ঠিক্
বোঝানো সম্ভব নয়।

যদি পৃথিবীটা

পৃথিবীটা খুব সুন্দর কি?
নীল আকাশ বন জঙ্গল খেত নদনদী নিয়ে
অবশ্যই পৃথিবীর একটা সৌন্দর্য রয়েছে।
মন ভোলানো মাদকতা রয়েছে।
কিন্তু, এই পৃথিবীতেই থাকে এক শ্রেণীর মানুষ
যারা শিশুর খাবারে ভেজাল মেশায়,
খাবারে লাগায় রঙের প্রলেপ।
বেশি মুনাফার নেশায় কত আহাম্মক
কত কী-ই না করে!
তাছাড়াও আছে দাঙ্গাবাজ যুদ্ধবাজ-এর দল
মানুষের খুনে যাদের হাসি আসে।
এই সব পশুদের নিয়ে পৃথিবী কি
পরিপূর্ণ সুন্দর হতে পারে?
আহা, যদি এই পৃথিবীটা শত্রুমুক্ত হত
তবে কী ভালোই না লাগত!

পুজোর দিনে

পুজোর দিনে ভিড়-ভাট্টা গোলমাল
আমার মোটেই ভালো লাগে না,
পুজোর দিনে আমার বড় মন কেমন করে
একটা উদাস উদাস ভাব গ্রাস করে যেন ;
সমস্ত দিন সমস্ত রাত
শিউলি ফুলের গন্ধ লেগে যেন
নীল আকাশের মেঘ হয়ে যায় মন।
কখনো ভাবি পাখি হয়ে যাই
ভেসে বেড়াই আকাশে আকাশে
উড়ে উড়ে চলে যাই
দূর স্বপ্নভরা কোনো কবিতার রাজ্যে।

প্রেম

মনে পড়ে প্রথম দেখা
ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা
বারে বারে ফিরে চাওয়া
অল্প একটু হালকা ছোঁয়া
কানে যেন বলে যায়—
ভালো লাগে ভালো লাগে।
কখন যেন কেমন করে
বাঁধলে আমায় অচিন ডোরে
ভালোবাসার নানান রঙে
প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে।
হারিয়ে গেলাম অজানা এক
অভীর অনুরাগে।
সীমার মধ্যে অসীম তুমি
কাছে থেকেও দূরে
ছুঁতে চেয়েও পাই না তোমায়
আমার বাঁশির সুরে।
'ভালোবাসি' বলতে গিয়ে
গিয়েছি যে থেমে,
চোখের দিকে যেই চেয়েছি
দৃষ্টি গেছে নেমে।
দূরে থাকি তোমার থেকে
আমায় আমি রাখি ঢেকে
হঠাৎ যদি তোমার কাছে
ধরা পড়ি—সে ভয় আছে।

কেমন করে ভুলি

উড়ছিল ঝাঁক বেঁধে পাখি
একটা দেখি থেমে
উল্টোভাবে মাটির ওপর
হঠাৎ এল নেমে!

গাইবে না সে গান কখনো
কিংবা মেলে ডানা
ভেসে ভেসে দূর দেশে হায়
আর দেবে না হানা।

ভীষণ জোরে বুকে যে তার
লেগেছে কার গুলি!
এমনতর নিষ্ঠুরতা
কেমন করে ভুলি?

উষার আলো

বসেছিলাম একলা পথে
নিঃসঙ্গ নীরব রাতে
প্রথম উষার কিরণ যেন ছুঁয়ে গেল মোরে
চমকে দেখি কখন জানি
সরিয়ে মেঘের আড়ালখানি
উষা এসে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ আমার দোরে।

কেমন করে ডাকব তারে
মলিন আমার কুঁড়েঘরে
হাত ধরে আনব ডেকে
চরণ যেন নাহি সরে।
পরাণে মোর আসন পাতি
রাখতে গেলাম তারে
চলে গেল মুখ ফিরিয়ে
অন্য কোনো ঘরে।
ব্যর্থ প্রাণের হাহাকারে
ফিরে ডাকি বারে বারে
যার যাবার সে যায় চলে
তাকায় না সে আর ফিরে।
তুচ্ছ আমি, আমার কাছে
তাকে দেবার কি-ই বা আছে
পারিনি তাই করতে বরণ
আমার প্রাণের অতিথিরে।

উষার কিরণ গেল চলে
আঁধার নামে ঘোর,
সন্ধ্যা নামে নীরবে আজ
ওই জীবনে মোর!!

অচিন পথিক

বসে ছিলাম একলা আমি
চেয়ে ছিলাম শূন্যপানে
কে আসে ওই অচিন পথিক
ভরিয়ে আকাশ নতুন গানে?
সীমার মধ্যে বন্ধ আমি
অসীম খুঁজে মরি
পরের আশায় বসে থাকি
নেই পারানির কড়ি।

তোমার গানে চমক লাগে
জাগায় খুশি প্রাণে
অসীম যে দেয় আপনি ধরা
তোমার সুরের টানে।
আজ মনে হয় পরের আশায়
মিছেই বসে থাকা
নিজের জগত থেকে আমায়
আজ সরিয়ে রাখা!

তোমার গানে পেলাম খুঁজে
নতুন আলোর দিশা
আলোয় আলোয় গেল ঘুচে
ভীষণ অমানিশা।
অচিন পথিক এমনি করে
প্রাণের মাঝে এসে
আমায় নিয়ে যেতে যে চাও
দূরের কোনো দেশে।

বৃষ্টির রাতে

বাইরে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মলিন,
আঁধার ঘেরা অমারাতে
গাছপালারা যেন প্রাণ ভরে চান করছে।
জলে-ডোবায় ব্যাঙেদের ডাক শোনা যায়
এদের আজ উৎসবের দিন।

প্রিয়া আমার ঘরে নেই
হিয়ার মাঝে তাই বড় ব্যথা বড় বেদনা।
প্রিয়া গেছে দূর প্রবাসে,
অন্ধকার বৃষ্টির রাতে তাই মন কেমন করে খুব।
একা শয্যায় ঘুম আসে না,
তন্দ্রা ভেঙে গিয়ে শুধু
বৃষ্টির শব্দ শুনি,
টুপ্ টুপ্ টুপ্ করে ব্যথা যেন
কান্না হয়ে ঝরে পড়ছে সমস্ত রাত।

কেমন আছো?

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি ঝরা দিনে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
তোমার কথা মনে হল—

কেমন আছো তুমি?
বর্ষামুখর সন্ধ্যায় রিমঝিম্ পায়েল বাজিয়ে
এখনও কি হেঁটে যাও এই রাস্তায়?
অনভ্যস্ত শাড়ির বাধা বার বার থমকে দেয়
তোমার হরিণী-চঞ্চল পা-দুটোকে!

তুমি কেমন আছো?
সোনাঝরা উজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক
ঝলমল করে ওঠে যখন—তুমি কি একবারও
ছাতে ওঠো না পিঠের ওপর ভিজে চুলের পসরা মেলে দিয়ে?
উদাস দুচোখে স্বপ্ন মাখানো কি থাকে এখনও?

তুমি কেমন আছো?
দীপাবলীর অন্ধকার রাতে জ্বলতে থাকা
হাজার প্রদীপের মতন?
না-কি গাঁয়ের তুলসী-তলায় দেওয়া দীপশিখার মতন?
না-কি সাজঘরের হাজার ঝাড়বাতির মতো
একটু বাদেই যেগুলি সব নিভে যাবে এক এক করে?

কেমন আছো—বলছো না তুমি—
তুমি ভালো আছো তো?

আশ্চর্য মানুষ

হিন্দি সিনেমার উঠতি নায়ককে দেখে
মেয়ে নাচছে, মা নাচছে,
অটোগ্রাফ চাইছে।
বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে ঢলে ঢলে পড়ছে!
আজ মানুষরা বড় আশ্চর্যজনক,
মাঝেমধ্যেই একজনকে তারকা বানিয়ে নিয়ে
উদ্ভট সব মাতামাতি জুড়ে দেয়!
কী কদর্য এই বাড়বাড়ন্ত!
ভুলে যাই—
আমরা
রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ
বিবেকানন্দের দেশের মানুষ
সুভাষচন্দ্রের দেশের মানুষ ;
আমাদের সংস্কৃতিবোধ-সংস্কৃতির চেতনার ঐতিহ্য
এক লহমায় তখন উবে যায়
হায়, ধার করা মেকি আচরণে
ব্যক্তিত্বকে করি অপমানিত
সত্ত্বাকে করি কলুষিত!!

ভালো আছি

কেমন আছি জানতে চেয়েছো তুমি—
এতদিনে মনে পড়ল তবে আমায়?
তোমার চিঠি মনে পড়িয়ে দিল
সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যার রিম্‌ঝিম্‌ সুর।
সেদিন আমি প্রথম শাড়ি পরেছিলাম।

মনে পড়িয়ে দিল রৌদ্রস্নাত সেই আশ্চর্য দুপুর,
ভিজে চুল পিঠে মেলে ছাতে গিয়ে দাঁড়ানো!
তুমিও ছিলে ছাতে
উদাস চোখে চোখে চোখাচখি হতেই
ত্রাস্ত পায়ে নেমে গিয়েছিলাম বোধহয়।

আমি ভালো আছি।
অন্ততঃ বেঁচে থাকার চেষ্টাটাই ভালো রেখেছে আমায়
প্রদীপের চেষ্টার মতো, যা অন্যকে ভরিয়ে রাখতে চায়।
নিঃশেষে নিভে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত
ভালোভাবেই বেঁচে আছি আমি।

মানুষ কী চায়

মানুষ যেন ধ্বংস হতে চায় আজ
নির্বিচারে নির্মমভাবে সবুজ গাছপালা ধ্বংস করে
ঘরবাড়ি বসিয়ে মানুষ যেন
সে কথাই পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চায়!

আমাদের বেঁচে থাকা যাদের আশীর্বাদে—
যাদের প্রসাদ গুণে
তাদের প্রতি কী ভীষণ অকৃতজ্ঞ আমরা!

অতীত থেকে একটুও শিক্ষা নিই না
ঠেকেও শিখি না।
লাজ-লজ্জার কোনো বালাই নাই আমাদের!
যদি তা থাকত কিছু করবার আগে
        একটু ভাবতাম,
        তলিয়ে দেখতাম,
সবুজকে শূন্য করার চক্রান্তে এভাবে লিপ্ত হতাম না!

আমি

ইচ্ছে করে নির্জনেতে একলা বসে ভাবি,
বড় যে ‘গোল’, কেউ মানে না এমনতর দাবি।
চিন্তাগুলো যায় ছিঁড়ে সব গুমরে মরি মনে
বাস উঠিয়ে এক্ষুনি যাই গহন কোনো বনে।
সবুজে পাখি পরায় রাখী গাছপালা দেয় ছায়া
নেই আনাড়ি নেই বেরসিক নেই কোনও বেহায়া,
কেউ বোঝেনা সব অচেনা ভাবে, বড়ই বোকা,
আকাশটাকে আঁকড়ে থাকে ‘আমি’ নামক খোকা!

এখন দেখি

বাজার থেকে হাসনুহানা
গাছের চারা কিনে
পুঁতেছিলাম উঠোনে এক
বাদলঝরা দিনে।

তারপরে চার বছর গেছে
বসানো সেই চারা
এখন দেখি পাতায় ফুলে
কেমন আত্মহারা!

গাছের ডালে রোজই ভোরের
থেকে বিকেল বেলা
পাখিরা সব গানে মুখর
হয়ে বসায় মেলা।

দুঃস্বপ্ন

আজও কত অসহায় আমরা
কত অসহায় এই নিদারুণ প্রকৃতির কাছে
কাল তা আবার জানতে পারলাম।

রাতের ঘোর কাটেনি তখনো
বই এর পাতা থেকে যতবার চোখ তুলেছি
চোখে পড়েছে পাশের বাড়িতে জ্বলছে আলো
এখনো রোগের জ্বালায় কাতরাচ্ছে জীবন
বৌ বসে আছে মাথার কাছটিতে
শেষরাতে জীবনও ঘুমিয়ে পড়েছিল,
হাতের পাখা হাতেই নিয়ে বসে বসে বৌ-ও
ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়।
তারা কি জেনেছিল—সেই ঘুমই শেষ ঘুম?
কত অসহায় দুটি প্রাণ জেগে ওঠার আগেই
বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ!

বিকেলেই শুনেছিলাম রামুর মা
চেঁচিয়ে গাল পাড়ছিল রামুর বৌকে
'এ হতভাগী ম'লে বাঁচি'
সত্যি কি সে জেনেছিল যে—
রামুর বৌ এর সঙ্গে সেও চলে যাবে?

শেষরাতে এসেছিল সে
দোলা দিয়ে মা যেমন ছেলেকে ঘুম পাড়ায়
তেমনই দোলা দিয়ে গেল ধরিত্রী
কেউ-ই ঘুম থেকে জাগলো না আর
এখন শুধু ইট, কাঠ-পাথর আর আটকে থাকা লাশ।
কারো মুখাগ্নি করার জন্য কেউ নেই আজ
পড়ে আছে শুধু আমার মতো কয়েকজন—
ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নকে চোখের 'অঞ্জন' করে।

শহর থেকে দূরে

ইচ্ছে করে এক্ষুনি যাই
হয় না তবু ফেরা,
শহর থেকে দূরে যেথায়
গাঁয়ের মানুষেরা।

সমস্ত দিন মত্ত থেকে
খেতের চাষেবাসে
শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যাবেলায়
ঘরকে ফিরে আসে।

ছন্নছাড়া হয়েও নানা
জটিল সমস্যাতে
ভগ্ন মনে স্বপ্ন বোনে
রোজ দু-মুঠো ভাতের।

বিচ্ছেদ

আজ থেকে বিচ্ছেদ
তোমার আর আমার মাঝে
তবে এ জন্য নয় যে
তুমি চাও না আমায়
বিচ্ছেদ এ জন্য নয় যে—
মন থেকে আমি সরিয়ে দিতে চাই তোমাকে।

তবে কেন এই বিচ্ছেদ?
কেন শুধু চেষ্টা দুজনের থেকে দুজনের সরে থাকার?
কারণ—আমাদের রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে।
তুমি বেছে নিয়েছ ডানদিকের মসৃণ পিচঢালা পথ,
যে পথ সোজা চলে গেছে একবারও বাঁকে নি।
আমার পছন্দ কাঁকড় বিছানো উঁচু-নীচু রাস্তা,
যেটা ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকেছে অনেকবার।

আমি আর তুমি দাঁড়িয়ে ছিলাম মোড়ে
তুমি বললে—'ডানদিক'
আমার প্রতিবাদ ছিল 'না,—বামদিক'।
মতের মিল হল না
ডান আর বামের যুদ্ধ চলল
তাই এই বিচ্ছেদ।

কিন্তু দুপথে দুজনে যাবার আগে এসো বলি—
আমরা আলাদা নই,আমরা এক।
চোখের জল মোছো
দেখো বিচ্ছেদেও আছে আনন্দ।
আছে প্রেম,
আছে মধুর অবকাশ।

বনে-জঙ্গলে

বনে-জঙ্গলে অনেকে ভোজন করতে আসে,
কত মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চাকাচ্চা
পয়সাওলা-মাংসাশী
বনে খাওয়া-দাওয়ায় নাকি
একটা মজা আছে,
মাতাল করা ভাব আছে।
কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত কী করে যায়—
বনে এঁটোকাঁটা পেলে
নষ্ট খাবারের স্তূপ জমিয়ে
বনের স্বাধীনতায় করে অযথা হস্তক্ষেপ!
জঙ্গলের নিজস্ব যে গান আছে
পাতায় পাতায় কান পাতলে
যে গান বেশ শোনা যায়
সেই গানের রসভঙ্গ করে যায়
ওই বেরসিক অসহ্য মানুষের দল।
জঙ্গলের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়
ওদের অহংকারভরা পায়ের চাপে।

খোকা আর ফেরে না

একটা একটা করে সব ট্রেন চলে গেল,
খোকা আর ফিরল না।
সেই কবে, দশ বছর আগে এক বাদলার দিনে—
সে কথা দিয়েছিল—আবার ফিরে আসবে।
তারপর কত দিন কত রাত
        কত বর্ষা কত শীত গ্রীষ্ম চলে গেল।

খোকা তার মাকে কথা দিয়েও
                আর ফিরে এল না।
তবু প্রত্যেকদিন দূর গাঁয়ের ইস্টিশানে গিয়ে
        খোকার মা বসে থাকে খোকার প্রতীক্ষায়।

        সব ট্রেন চলে যায়
        সব আলো নিবে যায়
                খোকা আর ফেরে না!

পুরাতন ও নূতন

ধর্মতলার রাস্তা বেয়ে চলেছিলাম
বিশেষ কাজে—
মেট্রো সিনেমার সামনে এসে
মনে হল—মেট্রো
তুমি একি সাজে?
চল্লিশ বছর আগে মেট্রোতে
সিনেমা দেখা—
আভিজাত্যের মোড়কে আঁটা
এক অনুভূতি মাখা।

আজ এক ম্যাড়মেড়ে শতছিন্ন
চেহারা আঁকা

শহর কলকাতা সেজেছে আজ
সুন্দর চকচকে রেয়ন সাইনে—
মিল মেলে যেন ফরেন রিটার্ন্ড আধুনিকার সঙ্গে।
আমরা পুরাতন ও নূতনের মাঝে,
তাই বোধহয় খট্‌কা লাগে সব দেখে।

প্রেয়সী আমার শোনো

আমাকে ফেলে যেও না তুমি
আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও,
এভাবে কঠিন বাস্তবে আমাকে ছেড়ে যেও না,
বাস্তবের আঘাতে হয়তো আমি টুকরো টুকরো
হয়ে যাব।
প্রেয়সী আমার,
যেখানে যাও আমাকেও নাও ;
তুমি ছাড়া আমার গতি নেই
কেই-বা আছে আমার—
তাই, কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে
বলো না আমায়।
আমি সমুদ্র ভালোবাসি,
আকাশের অনন্ত দাক্ষিণ্য ভালোবাসি।
ওগো সুন্দরী,
কথা শোনো—
নিষ্ঠুর হয়োনাকো আর।

প্রেমের সমুদ্রে

মুখ ভার করে দূরে দূরে আর থেকো না
এসো, কাছে এসো,
সমস্ত প্রতিকূলতা পার হয়ে এসো,
সমস্ত মলিনতা মুছে এসো
মুখ ভার করে থেকোনাকো আর ;
এসো, দাঁড়াও আমার বিপরীতে—
তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও
আমি তোমার...
দু'চোখের গভীরে যে
প্রেমের সমুদ্র বয়ে যায়।
সেই সমুদ্রে, এসো
আমরা ভেসে যাই, ভাসিয়ে দিই
সমস্ত দিন সমস্ত রাত।

কেমন হয়

দূরে পাহাড়, কাছে নদী
আদিগন্ত সবুজ ক্ষেতও ছড়ানো রয়েছে।
তুমি আর আমি যদি
        বসে থাকি পাহাড়ে অথবা নদীর তীরে
বা চলে যাই ক্ষেতের পথ ধরে আরো দূর ক্ষেতে
        তবে কেমন হয়?
দেখো পাখিরা কেমন গাছে আছে মেতে,
ওদের মধ্যে উৎসহ চলেছে বুঝি।
সমস্ত প্রকৃতিজগৎ জুড়েই চলেছে উৎসব,
তুমি আর আমি সেই উৎসবে সামিল হব,
দেখবে প্রাণে প্রাণে কী প্রশান্তি নামে।

নবান্নের দেরি নেই

নিঝুম দুপুর।
দূরে কোথাও ঘুঘু ডাকে
শালিখ পাখি উড়ে যায় গাছ থেকে গাছে,
চাষীরা সব দূর ক্ষেতে মেতেছে
ধান কাটার উৎসবে,
নতুন ধান নিয়ে ফিরবে ঘরে।
হেমন্তের বাতাসে শীত শীত ভাব,
বনে বনে বিষণ্ণ গাছেরা নিয়েছে মৌনবৃত্তি ;
আকাশ অনন্ত নীল—
বিরাট বিস্তীর্ণহৃদয় সমুদ্র যেন।
নবান্নের আর দেরি নেই।

বিদীর্ণ হয়ে গেছে

ইস্টিশানে ইস্টিশানে
একটা ছেলে গান করে
গান শুনিয়ে সে থালা বাড়িয়ে দাঁড়ায় ;
কেউ দেয় এক টাকা, কেউ সিকি বা পঞ্চাশ।
কেউ বা নাক সেঁটকায়,
মুখ ভেংচে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।
যারা তা করে তারা বোঝে না
তারা কেউ জানে না।
কেন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি নেয়
কেন থালা বাড়িয়ে শুধু কাতর মিনতি
কেন মানুষ কখনো কখনো তার
সমস্ত সত্ত্বাকে অমর্যাদার হাঁড়িকাঠে বলি চড়ায়?
একা ঘরে যে তার মা রয়েছে—
শীর্ণ কাঁথায় শুয়ে থাকা
জীর্ণ এক ক্যানসার রুগী,
বুক তার বিদীর্ণ হয়ে গেছে কবে!

স্বপ্ন নিয়ে

স্বপ্ন নিয়ে রাত্রি নামে
        নিঝুম
চাঁদের চোখে তখনও
        ঘুম ঘুম।
তোমার জন্যে লক্ষ তারা
        ফোটে,
ভোরের আকাশ টুকটুকে লাল
        ঠোঁটে—
ছড়ায় শুধু স্বপ্ন সারাদিন
তোমার কাছে এইতো আমার ঋণ!

শহর থেকে দূরে

ইচ্ছে করে এক্ষুনি যাই
হয় না তবু ফেরা
শহর থেকে দূরে যেথায়
গাঁয়ের মানুষেরা।

সারাটা দিন মত্ত থেকে
ক্ষেতের চাষেবাসে
শ্রান্ত দেহে সন্ধেবেলা
ঘরকে ফিরে আসে।

ছন্নছাড়া হয়েও নানা
জটিল সমস্যাতে
ভগ্নমনে স্বপ্ন বোনে
রোজ দুমুঠো ভাতের।

ট্রেন গিয়েছে ছেড়ে

ঝলসে গেল খেতের ফসল
শীর্ণ হলো নদী,
অরণ্যে এই গাছতলাতে
একটু বসি যদি।

আজ যে বড় ধকল গেছে
প্রখর রোদে ঘেমে
ঘুম দেবে তা দূর করে ঠিক
দুই চোখেতে নেমে।

কিন্তু সেটা করতে গেলে
বিপদ যাবে বেড়ে
ইস্টিশানে দেখব গিয়ে
ট্রেন গিয়েছে ছেড়ে।

সেও আমাকে

সামনে এসে বৌ ধরে না
ভাতের থালা যেচে,
গোমড়ামুখে বলে শুধুই
মরলে যাব বেঁচে।

খাটতে আমি আর পারি না
বয়স হল আশি ;
এই বয়েসে কোথায় যাব
চোখের জলে ভাসি।

গর্ভে যাকে ধরেছিলুম
কষ্ট সয়ে বড়
সেও আমাকে বলছে এখন
তুমি এবার মরো!